দামুড়হুদার জুড়ানপুর ইউনিয়নে বিট পুলিশং এর উদ্বোধন

মুজিব বর্ষের অঙ্গীকার,পুলিশ হবে জনতার এই স্লোগানকে সামনে রেখে আইনী সহায়তা মানুষের দোর গোড়ায় পৌছে দেওয়ার লক্ষে ০১ নং জুড়ানপুর ইউনিয়নে বিট পুলিশ কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়েছে ।

বুধবার সকাল ১১ টার সময় বিট পুলিশিং কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়।এসময় উপস্থিত ছিলেন জনাব সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার দামুড়হুদা (সার্কেল) মোঃ আবু রাসেল , দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ জনাব মোঃ আব্দুল খালেক, বিট অফিসার এসআই মোঃ আমজাদ হোসেন, এবং সহকারী বিট অফিসার।

এছাড়া আরো উপস্থিত ছিলেন ০১ নং জুড়ানপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন, জুড়ানপুর ইউনিয়ন এর বিভিন্ন ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য ও স্থানীয় বিভিন্ন গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় উক্ত সভায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ, বাল্য বিবাহ রোধ, নারী নির্যাতন, ইফটিজিং রোধকল্পে বিট পুলিশ পুলিশিং কার্যক্রম চালু করা হয়।

সর্বপরি এলাকার মানুষের কষ্ট লাঘবের জন্য এবং পুলিশিং সেবা মানুষের দোর গোড়ায় পৌছে দেওয়ার লক্ষ্যে ও পুলিশি কার্যক্রম আরো গতিশীল করতে এই বিট পুলিশিং কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়।

হাসাদাহে ইসলামী ব্যাংকের

এজেন্ট ব্যাংকিং শাখার

উদ্বোধন

চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর উপজেলার হাসাদাহ বাজারে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের এজেন্ট ব্যাংকিং শাখার উদ্বোধন হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১০ ঘটিকার সময় এ শাখার উদ্বোধন করা হয়।

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের জীবননগরের শাখা ব্যবস্থাপক নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলহাজ হাফিজুর রহমান হাফিজ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে আরো উপস্থিত ছিলেন সেলিম মোল্লা (ওসি অপারেশন, জীবননগর থানা), চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের ১৪নং ওয়ার্ড সদস্য শফিকুল আলম নান্নু, জীবননগর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুস ছালাম ঈসা, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়শা সুলতানা লাখি, ডাকসু সদস্য ফরিদা পারভিন প্রমুখ।

উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এজেন্ট ব্যাংকিং শাখার অ্যাঞ্জেল ট্রেডার্সের মাহাবুর রহমান উপস্থিত সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করেন। অনুষ্ঠানটি সার্বিক পরিচালনায় ছিলেন হাসাদাহ শাখার ম্যানেজার মশিউর রহমান আনন্দ।

‘আলমডাঙ্গায় চেয়ার আছে, পদ আছে রাজনীতি নাই’

‘আলমডাঙ্গাতে কোন রাজনীতি নাই’ দীর্ঘদিন ধরে সচেতন মহলের মাথায় এই দূর্বোধ্য ভাবনাটি ঘুরছে। চেয়ার আছে, পদ আছে অথচ রাজনীতি নাই। কিন্ত যেখানে মানুষ আছে সেখানে রাজনীতি কেন থাকবে না? রাজনীতি তো মানুষের কল্যাণের জন্য।

রাজনীতি না থাকলে মানুষের কল্যাণ কিভাবে হবে? এরকম বড় বড় প্রশ্নও মানুষের মাথায় ঘুরছে। ঘুরছে অনেকদিন। কিন্ত কোন উত্তর নাই। রাজনীতির মানব কল্যাণের এসব প্রশ্ন নিয়ে কথাগুলো বলছিলেন

বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা চুয়াডাঙ্গা জেলা ইউপি চেয়ারম্যান সমিতির সভাপতি ও হারদী ইউপির চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম।

তিনি বলেন, মাথা ঘামিয়ে যারা এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করছেন তারা মনে করেন, ঠিক জায়গায় ঠিক নেতৃত্ব আসছে না। যারা নেতৃত্বে থাকছেন তারা ক্ষমতা কুক্ষিগত করে নিজেকে নিয়ে ভাবছেন। মানুষের কল্যাণের কথা ভাবছেন না। ঠিক নেতৃত্বের অভাবেই মানুষের জন্য যে রাজনীতি তা কোথাও যেন আজ হাওয়ায় মিশে গেছে। মানুষের জন্য কল্যাণমুখী রাজনীতিটা তাই এখন আর সাধারণ মানুষের নজরে আসছে না।

তিনি চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের এমপি সোলাইমান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুনের প্রসঙ্গ টেনে প্রশ্ন করেন, আমাদের এমপি মহোদয় জীবনভর জনগণের জন্য কল্যাণমুখী রাজনীতি করে যাচ্ছেন। কিন্ত আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব কেন তাঁর ঠিক অনুসারি হতে পারছেন না?

নুরুল ইসলাম আলমডাঙ্গা পৌর শহরের অপূর্নাঙ্গ ড্রেনেজ ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করে বলেন, লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে, অনেক টাকা নেতাদের পকেটে উঠেছে কিন্ত ড্রেনেজ ব্যবস্থা জনগণের কোন কল্যাণ বয়ে আনেনি। এটাকে রাজনীতি বলে না। বলে শোষণনীতি।

তিনি আলমডাঙ্গার শহীদ মিনার নিয়েও কথা বলেন, তিনি বলেন, ২১ ফেব্রুয়ারী সব দলের সব নেতা রাতে শহীদ মিনারে ফুল দিতে যান।

কিন্ত শহীদ মিনারের মাঠ থাকে কর্দমাক্ত। বড় বড় চেয়ারের মালিকরা মাঠটিকে মাটি দিয়ে ভরাট করতে পারেন না। এটা দায়িত্বহীনতা।

তিনি উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক নিয়েও কথা বলেন। সভাপতি পৌরসভার মেয়রের চেয়ারে বসে তার দায়িত্ব পালন করছেন।

কিন্ত ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক দীর্ঘবছর ধরে কিভাবে আর কি কি উপায়ে তার দায়িত্ব পালন করেন জানতে চেয়ে নুরুল ইসলাম বলেন, এভাবে একটি জনপ্রিয় রাজনৈতিক দল চলতে পারে না। একটা মানুষের কখনও কল্যাণে আসবে না। তাকে দিয়ে রাজনীতিকে মানুষের জন্য কল্যাণমুখী কাজ করা অবাস্তব।

তিনি দলের ঠিক জায়গায় ঠিক নেতৃত্ব নির্বাচনে আওয়ামী লীগের তৃণমূল নেতাকর্মীদের কাছে জোর আহবান জানান।

হাসাদাহে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ইসমাইল হোসেনের ইন্তেকাল

জীবননগর উপজেলার হাসাদাহ পনেরসতি পাড়ার অবসর প্রাপ্ত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইসমাইল হোসেন ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্নালিল্লাহি রাজিউন)।

গতকাল রাত আনুমানিক ১০ টার সময় নিজ বাড়িতেই ইন্তেকাল করেন। তিনি সুটিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ১৯৯৮ সালে অবসর গ্রহণ করেন।

মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ অসুস্থ ছিলেন।

মৃত্যুকালে তিনি পরিবারে ৪ ছেলে ও ৩ কন্যা সন্তান রেখে যান।

পরে মরহুমের নামাজের জানাযা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। তার মৃত্যুতে পরিবারের সকল সদস্যসহ এলাকার সকলেই শোকাহত।

দামুড়হুদায় ট্রেনের ধাক্কায় এক ব্যক্তির মর্মান্তিক মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদার জয়রামপুরে কপোতাক্ষ ট্রেনের ধাক্কায় হানেফ জোয়ার্দ্দার,ওরফে হানেফ মিস্ত্রী (৪০) নামের এক ব্যক্তির মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে।

আজ সোমবার সকাল আনুমানিক সাড়ে ৯ টার সময় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

মৃত হানেফ জোয়ার্দ্দার চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর উপজেলার মনোহরপুর গ্রামের ইদবারী জোয়ার্দ্দারের ছেলে।

তবে দীর্ঘদিন ধরে তিনি দামুড়হুদা উপজেলার ছোট দুধপাতিলা গ্রামে শ্বশুর বাড়িতে বসবাস করতেন। পরবর্তীতে নিজে জমি কিনে ছোট দুধপাতিলা গ্রামের নিজ বাড়িতে বসবাস করছিলেন। তার লাশ বর্তমানে সেই বাড়িতেই রাখা আছে।

স্থানীয়রা জানান, সোমবার সকালে হানেফ নামের ওই ব্যক্তি সাইকেল যোগে দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর বিলে মাছ ধরার জন্য যাচ্ছিলো কেটো পুল পার হওয়ার সময় খুলনা থেকে ছেড়ে আসা রাজশাহীগামী ৭১৫ আপ কপোতাক্ষ এক্সপ্রেস ট্রেনের ধাক্কায় তিনি লাইনের পাশে পড়ে যেয়ে মাথায় গুরুতর আঘাত পেয়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যবরণ করেন।

এলাকাবাসী ও পরিবারের লোকজন ঘটনা স্থল থেকে হানেফের লাশ উদ্ধার করে বাড়িতে নিয়ে আসে।

খবর পেয়ে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের একটি টিম মৃত হানেফের বাড়িতে উপস্থিত হয়। তবে জিআরপি পুলিশকে বিষয়টি জানানো হয়েছে।

কেন্দ্রীয় কৃষকলীগের কর্মসূচিকে সাফল্যমণ্ডিত করতে আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃষকলীগের প্রস্তুত্তি সভা

আগামী ২৫ আগস্ট কেন্দ্রীয় কৃষকলীগের নেত্রীবৃন্দদের চুয়াডাঙ্গা সফর উপলক্ষে প্রস্তুত্তিমূলক আলোচনা সভা করেছেন আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃষকলীগ। সফরকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু কর্মসূচি রেখেছে কেন্দ্রীয় কৃষকলীগের নেতাকর্মীরা। কর্মসূচির মধ্যে এতিমদের মাঝে মৌসুমী ফল বিতরণ, রক্তদান, বৃক্ষরোপণ ও আলোচনা সভা।

কর্মসূচিকে সুন্দর করার লক্ষে উপজেলা কৃষকলীগ একটি

প্রস্তুত্তিমূলক আলোচনা সভার আয়োজন করে। আলোচনা সভায় জেলা কৃষকলীগে যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক দীপক বিশ্বাসের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষকলীগের সভাপতি এম আজিজুল হক, প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা কৃষকলীগের মহিলা সম্পাদিকা কাউন্সিলর সামসাদ রান (রাঙ্গাভাবী)।

উপজেলা কৃষকলীগের দপÍর সম্পাদক সাহাবুল হকের পরিচালনায় আরো বক্তব্য দেন, উপজেলা কৃষকলীগের সহসভাপতি আব্দুর রাজ্জাক, মুক্তিযোদ্ধা সৌমিন্দ্রনাথ সাহা, ফজলুর রহমান, মঞ্জিল হোসেন, রানা মাস্টার, বদর উদ্দিন, ছারোয়ার হোসেন, শাকের আলী, আমিরুল ইসলাম, অভিমান্য কুন্ডু,আব্দুল সালাম, মনিরুল ইসলাম প্রমুখ।

আলমডাঙ্গার ওসমানপুরের পুকুরকে কেন্দ্র করে গণস্বাক্ষরকৃত পত্র থানায় জমা দিয়েছেন এলাকাবাসী

আলমডাঙ্গার ওসমানপুর গ্রামের একটি পুকুরকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। এ ব্যাপারে ওই পুকুরের আসেপাশের বসবাসরত লোকজন থানা লিখিত অভিযোগ দিয়েছে।

সর্বস্বাক্ষরিত একটি অভিযোগে উল্লেখ্য করেছে যে, ওসমানপুর হঠাৎপাড়ায় পূজার নামে একটি পুকুর আছে। সেই পুকুরে এলাকাবাসী দীর্ঘদিন ধরে মাছচাষ করে আসছে।

সেই পুকুরের উপর দৃষ্টি পড়ে ওসমানপুর গ্রামের রস্তুম পাকার ছেলে কুদ্দুস, লালু ফকিরের ছেলে লাবলু, মৃত মপে ফারাজীর ছেলে জাকারিয়া ও মৃত হাশেম মোওলার ছেলে ফরিদের। তারা জর করে পুকুরটি দখল করে মাছ ধরে নেয়।

বাধা দিতে গেলে মারধরসহ পুকুর পাড়ে গেলে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি

পর্যন্ত দেয়। এমন ঘটনায় ওসমানপুর হঠাৎ পাড়ায় উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। ওই বিষয়ে মহল্লাবাসী আতংকে দিন কাটাচ্ছে উল্লেখ্য করে এলাকাবাসীর স্বাক্ষরিত একটি পত্র থানায় জমা দিয়ে এর একটি সুরাহা কামনা করেন।

আলমডাঙ্গায় করোনা উপসর্গ নিয়ে পুলিশ কনস্টেবলের মৃত্যু

করোনা উপসর্গ নিয়ে মৃত্যু বরণ করেছেন আলমডাঙ্গার মুন্সিগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়ির কনস্টেবল আব্দুল হান্নান(৪৫)।

তিনি বেশ কয়েকদিন ধরে জ্বর, সর্দিকাশি ও শ্বাসকষ্টে আক্রান্ত ছিলেন। তার শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক হলে গতকাল রবিবার সকাল ১০ টায় চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নেওয়া হয়। সে সময় কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

মৃত কনস্টেবল আব্দুল হান্নান কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলার ইউসুফপুর গ্রামের রিকাত আলীর ছেলে।

চুয়াডাঙ্গা জেলার সিভিল সার্জন এএসএম মারুফ হাসান জানান, যেহেতু তিনি করোনা উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন, সে কারণে তার নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে লাশ দাফনের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম।

পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়ন

পরিষদে আইনশৃঙ্খলা ও চোরাচালান প্রতিরোধ কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়ন পরিষদে স্বাস্থ্য বিধি মেনে আইনশৃঙ্খলা ও চোরাচালান প্রতিরোধ কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার ২৩ আগস্ট সকাল ১১ টার সময় পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এস এ এম জাকারিয়া আলম এর সভাপতিত্বে সভায় গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন দর্শনা থানার উপ পরিদর্শক জনাব শফিকুর রহমান, সহ উপ পরিদর্শক মারুফ হোসেন।

এ সময় এলাকার সাধারণ মানুষের মধ্যে, আইন- শৃংখলা রক্ষা, মাদক কারবারীদের ধরিয়ে দিতে আইন শৃংখলা বাহিনীকে সহায়তা করতে বলা হয়। বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সহ বিভিন্ন বিষয়ে দিকনির্দেশনা মূলক বক্তব্য তুলে ধরেন উপস্থিত থাকা বক্তারা।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব মুন্তাজ হোসেন, সাধারণ সম্পাদক মোঃ জিয়াউল হক, মুক্তিযোদ্ধা কামান্ডার জনাব তমছের আলী, জনাব হাতেম আলী, মহিউদ্দিন ও ইউ, পি সদস্য বৃন্দ এবং ইউপি সচিব হারুন- অর- রশীদ প্রমুখ।

আলমডাঙ্গা উপজেলা যুবলীগ মানুষের অন্তরে জায়গা পেতে চায়-সোনাহার

রাজনীতিতে অনেক মতভেদ থাকে, অনেক গ্রুপ থাকে, অনেক সন্ত্রাস থাকে, দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে রাজনৈতিক কর্মীদের মাঝে অনেক

হানহানিও থাকে, আবার স্বার্থের জালে পড়ে অনেক খুনোখুনিও থাকে। কিন্ত এসব কোন কিছুই জনগণের কল্যাণের জন্য না। রাজনৈতিক চরম নেতিবাচক এসব দিকগুলোকে পাশ কাটিয়ে জনগণের জন্য কল্যাণমুখী রাজনীতি করতে চায় আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামী যুবলীগ।

জেলা যুবলীগ থেকে সদ্য অনুমোদন পাওয়া সংগঠনটি এরই মধ্যে আলমডাঙ্গার রাজনৈতিক সচেতন মানুষের মাঝে সেই পরিচ্ছন্ন ছাপ ফেলতে সক্ষমও হয়েছে। উপজেলা যুবলীগের আহবায়ক হয়ে এই সংগঠনের পিঠে সওয়ার হয়েছেন আলমডাঙ্গার অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ব্যক্তিত্ব আনোয়ার হোসেন মন্ডল সোনাহার। যুগ্ম-আহবায়ক হয়েছেন সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান তাফসির আহমেদ লাল ও একে এম পারভেজ রাজু।

এছাড়া ২১ সদস্য বিশিষ্ট উপজেলার আহবায়ক কমিটিতে সদস্য হিসেবে রাখা হয়েছে পোড় খাওয়া সব আওয়ামী লীগ পরিবার থেকে উঠে আসা একেকটি উদীয়মান যুবককে। এরা সবাই জোটবদ্ধ সন্ত্রাসকে ‘না’ বলে- জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ বাস্তবায়নের চেষ্টা করে যাচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রাজনৈতিক নির্দেশাবলী অক্ষরে অক্ষরে পালন করার চেষ্টা করছেন।

উপজেলা যুবলীগের আহবায়ক কমিটি গঠনের পর থেকেই অত্যন্ত ক্লিন ইমেজের সোনাহার মন্ডল তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে জাতীয় সব দিবসসহ সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকেও অনেক মানব কল্যাণমুখী কর্মসূচি পালন করছেন।

বৈশ্বিক মহামারি করোনাভাইরাসের প্রারম্ভ থেকে তাদের কর্মকাণ্ড। করোনার প্রথম দিকে চাষীরা যখন কামলার অভাবে মাঠের ধান কাটতে পারছিলেন না ঠিক তখনই আলমডাঙ্গা উপজেলা যুবলীগের কর্মীরা কৃষকের মাঠের ধান কেটে তাদের বাড়িতে পৌঁছে দেন। লকডাউনে সবচেয়ে মানবতার পরিচয় দেয় এই সংগঠনটি।

আলমডাঙ্গা পৌরসভাসহ উপজেলার ১৫ টি ইউনিয়নের কর্মহীন হয়ে পড়া অন্তত ১০ হাজার পরিবারের সদস্যদের মুখে খাবার তুলে দেন সংগঠনের নেতাকর্মীরা। একইভাবে করোনাভাইরাস থেকে বাঁচাতে হাজার হাজার মানুষের মাঝে বিতরণ করেন মাস্ক। এই কার্যক্রম চলছে এখনও।

জেলা যুবলীগের আহবায়ক নঈম হাসান জোয়ার্দ্দার বলেন, সোনাহারকে আহবায়ক করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট উপজেলা কমিটিকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এই কমিটিকে কেন্দ্রেও পাঠানো হয়েছে। করোনার কারণে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সীমিত থাকায় উপজেলা যুবলীগের সম্মেলন করা

হচ্ছে না।

তিনি বলেন, জেলা যে যুবলীগের কমিটিকে অনুমোদন দিয়েছে সেটাই যুবলীগের আহবায়ক কমিটি। এখন কেউ যদি যুবলীগের নাম ভাঙিয়ে ফায়দা নিতে চাই তা অবৈধ। তিনি এ বিষয়ে সবাইকে সচেতন হওয়ার আহবান জানান।

উপজেলা যুবলীগের আহবায়ক আনোয়ার হোসেন মন্ডল সোনাহার বলেন, আমরা রাজনীতিতে সন্ত্রাস চাই না। সন্ত্রাসের বদনাম ঘোচাতে চাই। মানুষের কল্যাণে কাজ করতে চাই। উপজেলা যুবলীগ মানুষের অন্তরে জায়গা করে নিতে চায়।